ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

দীর্ঘ দিনের আশা ছিল যে, কুরআন মাজিদের ১১৪ টি সূরার নাম এর অর্থ জানতে হবে। সেই সাথে এটা মনে মনে চিন্তা করতাম যে ,সূরাটিতে কি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নামকরণ ও বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, থাকলে সেটা কেমন? আলহামদুলিল্লাহ! সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 'আল-কুরআন এক নজরে একশত চৌদ্দ সূরা' পুস্তিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। নিজে জানার আগ্রহ নিয়ে যা সংগ্রহ করেছিলাম তা ছোট পুস্তিকার পাতায় তুলে দিতে পেরে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার আর একবার শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ।

মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে আল-কুরআন এসেছে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করছে আল-কুরআন মানা না মানার উপর। কুরআনের ধারক বাহকরাই হবে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। ১০৪ খানা আসমানী কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ কিতাব এই আলকুরআন অবতীর্ণ হয় সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। কুরআন মাজীদে কমপক্ষে এক হাজার এমন আয়াত আছে যা হ্যাঁ বোধক হুকুম এবং কমপক্ষে এক হাজার আয়াত আছে যা না বোধক হুকুম। কুরআনের হ্যাঁ বোধক ও না বোধক হুকুমগুলো জানা এবং তা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু করা ফরজ। চালু করার এই চেষ্টার নামই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন। কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার কাজ যারা করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(১) জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুন থেকে বাঁচতে পারবে।

(২) গুনাহ খাতা মাফ পেয়ে যাবে।

(৩) ঝর্ণাধারার পাদদেশে জান্নাতের পবিত্র ও সুন্দর আবাসন পাবে।

(৪) দুনিয়াতেও আল্লাহর সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয় লাভ করবে।

তাই আল্লাহর উপর ঈমান, রাসূলের উপর ঈমান এবং ঐ আল্লাহর আইন ও রাসূলের আদর্শ চালু করার জন্য মাল ও জান দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। এ সংগ্রাম যাতে সঠিক পথে চালানো যায় সে জন্যই কুরআনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Direct Knowledge) অর্জন করতে হবে। সে লক্ষ্যকে সফল করার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

بسم الله الرحمن الرحيم

১। الفاتحة আল ফাতিহা- খোলা (The Opening)

মক্কী, ১ রুকু, ৭ আয়াত

সূরাটি নবুয়াতের প্রথম অধ্যায়ে নাযিলকৃত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব। সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা গ্রন্থটি আরম্ভ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যার দ্বারা কোন কাজ শুরু করা হয় তার নাম আল-ফাতিহা। আল-কোরআন এই সুরা দ্বারা শুরু হয়েছে বলেই এর নাম আল-ফাতিহা। এতে বান্দাহ আল্লাহর কাছে মূল হেদায়েত চেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতরূপে পুরো কোরআন মাজীদকে বান্দার জন্য নাযিল করেছেন। বিশ্ব জগতের মালিক রাহমানুর রাহীম আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। বিচার দিনের মালিকও তিনি। তার কাছেই ইবাদত করে সাহায্য চাইতে হবে। সরল পথ তিনিই দেখাবেন। ইহুদী খৃষ্টানের অভিশপ্ত পথ নয়। আমরা সকলেই সেই সরল পথ চাই।

২। البقرة আল-বাকারা- গাভী (The Cow)

মাদানী, ৪০ রুকু, ২৮৬ আয়াত

সূরাটি হিজরত করার পর মদীনায় প্রাথমিক অধ্যায়ে নাযিল হয়। সুরার ১ম আয়াত একটি বিচ্ছিন্ন বর্ণ যার অর্থ আল্লাহই জানেন। সূরাটির প্রথম দুই রুকুতে মুমিন, কাফির ও মুনাফিক এই তিন শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ রুকুতে আল্লাহর দাসত্ব করাই সিরাতুল মুস্তাকীম এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকলে দাসত্ব করা হয় বলে দেয়া হয়েছে। ৫-১৪ রুকুতে বনি ইসরাঈল থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৫-১৬ দুই রুকুতে ইবরাহীম (আ.) এর কথা, ১৭-১৮ রুকুতে কিবলা পরিবর্তনের, ১৯ রুকুতে দ্বীনের জন্য শহীদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এই সূরার ৬৬ নং আয়াতে বাকারা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। বনি ইসরাইলদের গাভী পুজার অসারতা প্রমাণ করে এই সুরায় আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্ম সমর্পনের আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান না মানলে যে করুন পরিণতি হয় বনী ইসরাঈলের উদাহরণ দিয়ে তা বলে দেয়া হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রাথমিকভাবে যা প্রয়োজন সেই সমস্ত বিধান ও মূলনীতি এখানে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ছাড়া এ সুরার হুকুমগুলো

পালন সম্ভব নয়। ২০-৩৯ রুকুতে খাদ্য, রক্তপণ, দান, রোজা, জিহাদ, হজ্জ, মদ, জুয়া, ইয়াতীম পালন, বিবাহ, তালাক, বিধবা, সুদ, সাক্ষী, চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। ৪০ রুকুতে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া বলে দেয়া হয়েছে।

৩। آل عمران আলে-ইমরান- ইমরানের বংশধর (The Family of Imran)

মাদানী, ২০ রুকু, ২০০ আয়াত

সূরাটি মদীনায় বদর যুদ্ধের পরবর্তীকালে নাযিল হয়। সূরাটির ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবুয়াত ও রিসালাতের জন্য হযরত আদম, নুহ, ইবরাহীম ও ইমরানের (আলাইহিমুস সালাম) বংশধর দিগকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের ঘোষণা দিয়েছেন। সূরাটিতে প্রথমত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। আহলে কিতাবদের ভ্রান্ত আকীদা পরিত্যাগ করে একমাত্র সহজ সরল ও সত্য জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়েছে। মুসলমানদেরকে সর্বোত্তম সংস্কারক জাতি হিসেবে কিভাবে কাজ করতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সময় তাদের যে দুর্বলতা প্রদর্শিত হয়েছে তা সংশোধন করে ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। ধৈর্যধারণ, মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় করে চলাকেই সফলতার চাবিকাঠি বলা হয়েছে। ১-৩২ আয়াতে বদর যুদ্ধ পরবর্তী করণীয়, ৩৩-৭১ আয়াতে আহলে কিতাবদের ভুল সংশোধন, ৭২-১২০ আয়াতে মুসলিম বাহিনীর জন্য গুনাবলী ও ১২১-২০০ আয়াতে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দেয়া হয়েছে।

৪। النساء আন-নিসা- স্ত্রীলোক (The Women)

মাদানী, ২৪ রুকু, ১৭৬ আয়াত

সূরাটি মদীনায় হিজরতের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বছরে নাযিল হয়। সূরার প্রথম চারটি রুকুতে বিয়ে, তালাক, ফারায়েজ ও ইয়াতীম পালনের বিধান বলা হয়েছে। এই সূরায় মূলতঃ দু'টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। (এক) পারিবারিক বিষয়, ঝগড়া বিবাদ মিমাংসার পন্থা, দন্ড বিধি আইনের ভিত্তি স্থাপন, মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ ও

আভ্যন্তরীণ জামায়াত গঠনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। (দুই) দূর্দান্ত অবাধ্য জাতি মুশরেক, ইহুদী ও মুনাফিকদের সাথে কি ধরণের আচরণ করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে তাদের সামগ্রিক মিশনে তায়াম্মুম ও যুদ্ধকালীন নামাজ আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। একমাত্র উন্নত ও নির্মল চরিত্র দিয়ে এ সংগ্রামে জয়লাভ সম্ভব সে কথা বলে দেয়া হয়েছে।

৫। المائدة আল মায়েদা- খাদ্য ভর্তিপাত্র (The Table Spread with food)

মাদানী, ১৬ রুকু, ১২০ আয়াত

সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে নাযিল হয়। সূরাটির ১১৪ নং আয়াতে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) আল্লাহর কাছে আসমান হতে একটি খাদ্য ভরা পাত্র (মায়েদা) নাযিল করার জন্য দোয়া করার কথা উল্লেখ আছে। সূরাটিতে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে (এক) মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের আরো বেশী বিধান, হজ্জের নিয়মকানুন, হালাল হারামের সীমা নির্ধারণ, আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার, বিবাহ, প্রতিজ্ঞাভংগের কাফফারা (দুই) শাসক হবার কারণে ইনসাফ ও সুবিচার যাতে লংঘিত না হয় সেজন্য খোদার কিতাবকে যথাযথ অনুসরণ (তিন) ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভ্রান্তনীতি পরিহার করে সত্য পথ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

৬। الانعام আল-আনআ'ম- গৃহপালিত জন্তু (The Cattle)

মক্কী, ২০ রুকু, ১৬৫ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ দিকে হিজরতের এক বছর আগে কয়েক কিস্তিতে নাযিল হয়েছে। এই সূরায় সাতটি বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

(এক) শিরক উৎখাত করে তাওহীদকে গ্রহণ করে নেয়ার আহ্বান।

(দুই) আখিরাত বা পরকালের প্রতি মজবুত ঈমান আনার আহ্বান। দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, এর পর যে জীবন শুরু হবে তার শেষ হবে না তার বিবরণ।

(তিন) জাহেলী যুগের অন্ধ বিশ্বাস ও অমূলক ধারণার প্রতিবাদ।